দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেনন

সরকার আসন সংকট দূর করতে ঢাকায় আরো স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাহিদা অনুযায়ী আসন সংকট রয়েছে উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেছেন, কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে এ বছর প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। গতকাল মঙ্গলবার মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। ২০০৭ ও ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রদের সংবর্ধনা জানাতে বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর মো: জাকির হোসেন।

প্রধান অতিথি বলেন, স্কুলগুলোতে আসন সংকট দূর করতে সরকার ঢাকায় আরো সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনো নানা সমস্যা রয়েছে। গরীব দেশ হিসেবে শিক্ষা খাতে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হয় না। তিনি জানান, বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপির মাত্র ৪ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়। যার দরুন শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট থেকেই যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার মাত্র ৬৭ শতাংশ। এর জন্য দারিদ্র্য অনেকটা দায়ী। কৃতী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কেবল জিপিএ-৫ অর্জন নয়; বাস্তব জীবনকে জানতে হবে, মানুষের কল্যাণে দেশের জন্য জীবনকে এগিয়ে নিতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রফেসর মো: জাকির হোসেন শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, একে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের। তিনি বলেন, আজকের কৃতী শিক্ষার্থীদেরই ভবিষ্যৎকে বাস্তবমুখী করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম জানান, ২০০৭ ও ২০০৮ সালে বিদ্যালয় থেকে মোট ৪৩৫ জন ছাত্র জিপিএ-৫ অর্জন করে। ২০০১-২০০৮ পর্যন্ত পাসের হার ৯৯ থেকে ১০০ শতাংশ। যার মধ্যে ২০০৭ সালে পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৭১ শতাংশ। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে একটি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও ল্যাংগুয়েজ ক্লাব প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়ের সামনে ফুট ওভারব্রিজ স্থাপন, সম্প্রতি চালু হওয়া একাদশ-শ্রেণীর জন্য বিষয় ভিত্তিক কমপক্ষে ৮ জন শিক্ষক নিয়োগ ছাড়াও বৃষ্টির সময় স্কুলের সামনে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূর করতে পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষিকা বিলকিস বেগম, দিবা শাখার বর্তমান সহকারী প্রধান শিক্ষক ফজলুর রহমান, প্রভাতি শাখার শিক্ষক আফজালুর রহমান ও দিবা শাখার শিক্ষক শাহাদাত হোসেন। কৃতী ছাত্রদের মধ্যে মারুফ আহমদ, সৈয়দ সাফকাত আলী, শোভন শাহরিয়ার ও কিশোর কুমার রায় বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃতী ছাত্রদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। পরে প্রধান শিক্ষক প্রধান অতিথির হাতে শুভেচ্ছা স্বরূপ একটি ক্রেস্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরমাণু বিজ্ঞানী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার মৃত্যুতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।